ভোরের কাগজ

12

তারিখ ... ... DEC 24 1999 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২......

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ১৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১২ কোটি টাকা দুর্নীতির দায়ে মামলা

কাগজ প্রতিবেদক : দুর্নীতি দমন ব্যুরো গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাঁচজন অধ্যাপকসহ বর্তমান ও সাবেক ১৪ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুটি পৃথক মামলা দায়ের করেছে।

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ইন্সপেক্টর সাইদ আহমেদ মতিঝিল থানায় ১২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ১২ জনের বিরুদ্ধে এবং প্রায় ৩২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাতজনের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হচ্ছেন, বোর্ডের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মফিজউদ্দীন আহমেদ, সাবেক সদস্য অধ্যাপক মোঃ নূরুননবী খন্দকার, সাবেক সচিব অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদ, সাবেক মুখ্য সম্পাদক অধ্যাপক আমির উদ্দিন, অধ্যাপক এম তোবারক আলী, উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আব্দুল হক চৌধুরী, স্টোরকিপার

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পাঠ্যপুস্তক

● প্রথম পাতার পর

আব্দুল মান্নান, উপ-উৎপাদন নিয়ন্ত্রক ইয়াকুব হোসেন, সাবেক নিয়ন্ত্রক (সরবরাহ) রওশন আলী, নিয়ন্ত্রক (সরবরাহ) আমানুল্লাহ, উপ-উৎপাদন নিয়ন্ত্রক (বর্তমানে বরখাস্ত) নূরুল ইসলাম, সেকশন অফিসার এ কে এম শামসুজ্জামান, সাবেক উপসচিব ড. মেহের-ই-খোদা, সাবেক হিসাব কর্মকর্তা মোঃ হোসেন এবং নূরুল ইসলাম।

১২ কোটি টাকার মামলার এজাহারে বলা হয়, ১৯৯৭ সালের মাধ্যমিক পর্যায়ের বই ছাপানোর জন্য '৯৬-এর ৯ জুন দুটো টেন্ডার আহ্বান করা হয়। প্রথমটিতে প্রকাশক এবং মুদ্রাকরদের দ্বারা ৩ কোটি ২৫ লাখ কপি বই ছাপানোর কথা বলা হয়। অন্যটিতে বলা হয় ৮১ লাখ কপি বই ছাপানোর কথা যা বোর্ডের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছাপা হবে এবং মোট প্রকাশিতব্য বইয়ের ২০ শতাংশ। এনসিটিবি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ২০ শতাংশ বই ছাপানোর পরিকল্পনা নেয় যাতে কৃত্রিম সংকটের সময় বোর্ড থেকে সরাসরি বই সরবরাহ করে মূল্য স্থিতিশীল রাখা যায়। এই ৮১ লাখ কপি বোর্ডের গুদামেই বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু অভিযুক্ত আসামিরা অন্য প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের দ্বারা আরো ৯২ লাখ কপি বই ছাপায়। এতে 'দুর্নীতিবাজ' কর্মকর্তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়। কিন্তু সরকারের ক্ষতি হয় ১২ কোটি টাকা।

এই মামলার পাঁচজনসহ সাতজনকে আসামি করে দায়ের করা অন্য মামলায় বলা হয়, অভিযুক্তরা একই সময় টেন্ডারে ঘাপলা করে সরকারকে আরো ৩১.৯৭ লাখ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন করে। এতেও অভিযুক্তরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়।